Planned & Designed by *Nishu Advertising*

Sponsored by Prime Minister's Office, Armed Forces Division

রাষ্ট্রপতির বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। একাত্তরের এদিন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র বাহিনী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করে। এর ফলে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। আজকের সশস্ত্র বাহিনী সেই বীর সৈনিকদের গর্বিত উত্তরাধিকারী।

এ দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্মরণ করছি। এই মহান নেতার স্বাধীনতা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত এদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়। এদিনে আমি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীকে সুসংগঠিত করে এর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র বাহিনী আজ একটি দক্ষ ও পেশাদারী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসাবে তাঁরা বিদেশেও যথেষ্ট সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের এ সাফল্যে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

এ মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

BANGLADESH ARMED FORCES IN NATION BUILDING ROLE

The 21st November is the Armed Forces Day. Every nation always has symbols to signify uniqueness in various fields. 21st November is one such day symbolic of our united struggle spearheaded by the Armed Forces. It is a glorious day in the history of Liberation War. On this day in 1971, the valiant members of Army, Navy and Air Force along with other freedom fighters formed a composite and invincible force and launched an all-out offensive campaign against the occupation forces. It caused a severe damage to the capability of occupation forces, which expedited our victory. The historic success in bringing a new map surely merits celebration. Thus 21st November is celebrated by the armed forces in a befitting manner marking the inter-services bondage and paying rich tribute to the martyrs and heroes of the liberation war.

The armed forces played the paramount role in the liberation war. After independence the armed forces of the new nation had to be built from the scratch. The armed forces steadily progressed and with the span of three decades the Bangladesh Armed Forces have now emerged as a well organized, equipped and trained forces capable of safeguarding the national sovereignty and independence. After liberation there were some war ravaged cantonments and eleven poorly equipped infantry battalions. At the same time Air Force had no combat aircraft nor did the Navy any war ship. The process of rebuilding the Armed Forces was steadily initiated after the independence. It got momentum during Shaheed Presidnt Ziaur Rahman, and a total restructuring of Armed Forces was done. The army was raised to five divisions from five brigades. Simultaneously, a number of naval and air bases were equipped with the modern ships and advanced combat aircraft. Today, the Army has a formidable size with 7 infantry divisions and a number of independent brigades. Similarly, today Navy has a number of modern frigates, missile boats, mine sweepers, etc. Air Force also has a number of fighter, helicopter and transport squadrons along with air defence radar unit to carry out its mission. Defence Services Command and Staff College (DSCSC) was established in 1977 to train the mid-level officers of three services. The process continued and a number of higher academic institutions like Military Institute of Science and Technology (MIST), National Defence College (NDC) and Armed Forces Medical College (AFMC) have been established. These institutions have earned international reputation and every year a large number of foreign students are attending courses in these institutions.

The armed forces have been doing commendable job both in national and international arena. The Armed Forces are deployed within the country in various duties round the year. The role of Armed Forces in making peace at Chittagong Hill Tracts and maintaining law and order during the last national election have already earned praise of all. The recent deployment of Armed Forces in aid of civil power to arrest the deteriorating law and order situation has also been welcomed by all section of the people.

The armed forces are always prepared for their primary task of defending the country from any external aggression. But as its secondary task, the armed forces play a great role in nation building activities. Bangladesh Army is running a few projects to construct and repair roads in the hill tracts areas including the 80 kilometer long Cox's Bazar-Teknaf Marine Drive. Armed forces play a contributory role in socio-economic field too. It laid its active support in implementing the Abason project of the Government for the destitutes. Bangladesh Navy is safeguarding 44 thousand sq km sea territory in the Bay of Bengal, including our exclusive economic zone (EEZ) and constantly launching anti-smuggling drives.

In the fields of the disaster management, the armed forces have always been playing major role. During the devastating tidal surge and cyclone of 1991 in Chittagong, the number of casualties had been contained to a certain limit because of Armed Forces participation in the post disaster rescue and relief operations. The quickest rescue operation and emergency supply of food, drinking water and medicine to victims in inaccessible places are the crying needs in the post disaster period. For this Bangladesh Air Force comes forward to lay its support with helicopter and transport planes.

Bangladesh Armed Forces have earned worldwide acclamation through performing their duties dexterously in United Nations Peacekeeping Operations and now is the highest troops contributor in UN Peacekeeping Operations. As of now, it participated in 26 peace missions totaling 24,726 members of different ranks from its three Services. At present 5,200 members of Bangladesh Armed Forces are working in 10 UN missions around the world. There are 4,200 troops deployed alone in Sierra Leone peace mission. In recognition to their hard work, sincerity and dedication, some senior officers of Bangladesh Army have been appointed in some high ranking positions like Force Commander, Chief Military Observer, Deputy Force Commander in different UN missions. Bangladesh Armed Forces also contribute to national economy by earning foreign currency. So far they contributed US$ 30 crore 16 lac from participating in the UN missions. Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training (BIPSOT) has been raised for imparting training to participants in UN Peacekeeping Missions. A two-week long exercise, "Ex-Shantee Doot" was organized with joint collaboration of Bangladesh and the United States at the Institute last September. A multinational force comprising Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, United States, Mongolia and Madagascar actively participated in the exercise while other countries like Canada, Malaysia, Philippines, Russia, Thailand, United Kingdom and United Nations attended as observer.

Bangladesh Armed Forces are always prepared to safeguard the national sovereignty and territorial integrity from any external aggression. They have won the heart of the people for their role in nation building and arresting deteriorating law and order situation. They are committed to stand by the people during natural calamities as they have been doing in the past. Patriotism and hard training are the strength of the armed forces, people's love and cooperation are their inspiration to combat any adversaries.

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঐতিহাসিক সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে একুশে নভেম্বর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যমন্ডিত দিন। ১৯৭১ সনের এদিন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র বাহিনী সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করে। এই আক্রমণের তীব্রতার মুখে দখলদার বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী আত্মত্যাগের যে অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আমাদের নতুন প্রজন্মের সৈনিকদের জন্যও তাদের বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আজকের এই দিনে আমি মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর শাহাদাতবরণকারী সদস্যদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতিও জানাই আমার আন্তরিক সহমর্মিতা। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমি এই দিনে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়ে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধ সামর্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধির প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে দক্ষ ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। এবারও একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সুশৃঙ্খল, সুপ্রশিক্ষিত ও পেশাদারিত্বে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছি। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উচ্চ মান আজ দেশে-বিদেশে সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষের জানমাল রক্ষা করেছে। জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন কাজেও তারা সম্পৃক্ত। গত বছর সাধারণ নির্বাচনকালে তারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছে। সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে পরিচালিত যৌথ অভিযানে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে।

সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে বিশ্ব দরবারে লাভ করেছে সম্মান ও মর্যাদার স্থান। দেশের জন্য বয়ে এনেছে সুনাম ও সুখ্যাতি। এই সাফল্যের ধারা ও গতি বজায় রাখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, সশস্ত্র বাহিনী তাদের পেশাগত উৎকর্ষতা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেষ্ট হবে।

আমি ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাহিনীর আরও অধিক সাফল্য কামনা করি। আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেনাবাহিনী প্রধানের বাণী

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের নিকট একুশে নভেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আত্মোৎসর্গের মহান অঙ্গীকার এবং নব প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির যে কোন প্রয়োজনে নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত করার অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিবছর আমাদের জীবনে ফিরে আসে একুশে নভেম্বর, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দিবস। মহতী এ দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্তরের সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে এ দিবস এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদদের, যাঁদের আত্মোৎসর্গে এবং সুমহান ত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আমি স্মরণ করছি তাঁদের, যাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে মাতৃভূমির অখন্ডতা রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই মহান দিনে আমি সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলায় এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। আমাদের অকুতোভয় সেনানীরা জাতীয় যে কোন কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দৃপ্ত পদভারে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

হাসান মশহুদ চৌধুরী
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধানের বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার এক অনন্য উৎস। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধারা সর্বস্তরের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয় একাত্তরের একুশে নভেম্বর। এদিন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ সূচিত হয়, যার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। এই বিশেষ দিনটি তাই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অভিন্ন চেতনা ও ঐক্যের প্রতীক।

প্রতিবছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় এবং আমাদের দেশমাতৃকার সেবায় ত্যাগের মহান আদর্শে উজ্জীবিত করে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই চেতনার পথ ধরেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ একটি সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে দেশ ও বিদেশে প্রশংসিত। বীরের রক্তস্রোত আর মায়ের অশ্রুধারার স্মৃতিময় ঘটনার রক্তবীজে উজ্জীবিত এই দিনটি তাই আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমাদের মহান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে পূর্বসূরীদের দেশপ্রেম ও ত্যাগের অম্লান চেতনায় অনুপ্রাণিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। একবিংশ শতাব্দীর বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আমরা আরো আধুনিক ও শক্তিশালী পেশাদার নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলবো- গৌরবময় এদিনে এই হোক নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের অঙ্গীকার।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের লাখো বীর শহীদদের কথা, যাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ আমাদের দিয়েছে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সম্মান। তাঁদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

মহান এই দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

শাহ্ ইক্‌বাল মুজতবা
রিয়ার এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

বিমানবাহিনী প্রধানের বাণী

২১শে নভেম্বর দিনটি আমাদের জাতির ইতিহাসে ত্যাগের মহিমা আর গৌরব গাথায় উজ্জ্বল একটি দিন। ৭১'এর মুক্তি সংগ্রামের ক্রান্তিলগ্নে এ দিনটিতে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর যোদ্ধারা সুপরিকল্পিতভাবে শত্রু বাহিনীর উপর সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়-যা ত্বরান্বিত করেছিল চূড়ান্ত বিজয়কে। তাই ২১ নভেম্বর শুধু সশস্ত্র বাহিনীর জন্য স্মরণীয় কোন দিবস নয় বরং সমগ্র জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় ও মহিমান্বিত দিবস।

আজকের এ মহতী দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তি সংগ্রামের সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের- যাঁদের অমর আত্মদানের ফসল আমাদের এই প্রাণপ্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

যে প্রত্যয়, সাহস ও চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সশস্ত্র বাহিনী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করেছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তা চিরজাগরুক ও চিরঅম্লান। এ দিনটি আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাঁদের পূর্বসূরীদের, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অনাগত দিনের উত্তরসূরীদের যুগে যুগে স্বাধীনতার অমর চেতনায় অনুপ্রাণিত করে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসটিকে যথাযথ মর্যাদাসহ পালনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সেই মুক্তিযুদ্ধের সোনালী ফসল আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে আরো সুসংহত করা। আর তাই আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে একটি সুশৃঙ্খল দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি উন্নত জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আমি আশা করবো, পূর্বসূরীদের মহান আত্মত্যাগের চেতনা আমাদের ভবিষ্যত উন্নতির পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

৭১'এর মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তথা বিমান বাহিনীর রয়েছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবময় অবদান। আজকের এই মহিমান্বিত দিবসে আমি সামরিক বাহিনীর -বিশেষ করে বিমান বাহিনীর-সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

ফখরুল আজম
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমানবাহিনী প্রধান